40

দৈনিক খবর

তারিখ 20 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি

॥ ১ ॥

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রচারিত একখানি বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিতব্য নৈর্ব্যক্তিক অভক্ষায় মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীগণ গুরুতর বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। কারণ, এই বিজ্ঞপ্তিতে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উল্লেখ নেই। সেগুলো হচ্ছেঃ (ক) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার জন্য পৃথক উত্তরপত্রে পরীক্ষা হবে কি-না; (খ) রচনামূলক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা হবে কি-না; (গ) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় পরীক্ষার পৃথক আসন ব্যবস্থা হবে কি-না; এবং (ঘ) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীগণ টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত নৈর্ব্যক্তিক পুস্তিকা বাদ দিয়ে পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক অনুসরণ করবে কি-না।

উল্লেখ্য, একজন শিক্ষক হিসেবে আমি যতদূর জানি আমাদের অঞ্চলের স্কুলগুলোতে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টিক চিহ্নের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়া শিখিয়েছি। কিন্তু কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর বৃত্ত অংকন-এর মাধ্যমে দেয়ার জন্য নির্দেশ আছে। আমি মনে করি, এই ব্যবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুব কঠিন হবে; আবার এতে সময় দ্বিগুণ লাগবে। সেহেতু নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষা সংক্রান্ত বর্ণিত তথ্যাদি যাতে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর যাতে তারা সহজ পদ্ধতি অর্থাৎ টিক চিহ্নের মাধ্যমে দিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় সমীপে বিনীত দাবী জানাই।

মোঃ মাহবুব উদ্দীন সেখ
(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)
গাছবাড়িয়া বাজার
গাছবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

॥ ২ ॥

সম্প্রতি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় পরীক্ষা সংক্রান্ত একখানা বিজ্ঞপ্তি দেখলাম। এ বিজ্ঞপ্তিখানা নিঃসন্দেহে একখানা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি। উল্লেখ্য, নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী অনুসরণ করতে হবে কি-না সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই; আবার নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় পরীক্ষার জন্য পৃথক উত্তরপত্রে দিতে হবে কি-না অথবা, উক্ত প্রশ্নপত্রেই উত্তর দিতে হবে কি-না সে সম্পর্কে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কন্ট্রোলার সাহেব নীরব।

আরও বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টিক চিহ্ন দিয়ে অথবা ক্রস চিহ্ন দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়া শেখানো হয়েছে; কিন্তু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক যে ফরমান জারি করেছেন তাতে তিনি প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর বৃত্ত তৈরী করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীগণ অশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং এই ব্যবস্থায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৯২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণ যাতে সহজ পদ্ধতিতে অর্থাৎ টিক চিহ্নের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সুযোগ পায় এবং তারা যাতে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদি জ্ঞাত হতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত একজন অভিভাবক হিসেবে মাননীয় শিক্ষা সচিব মহোদয়ের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।

ছাত্রদের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ। এদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবদান অনেক। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন, '৯১-এর স্বৈরাচার উৎখাত তারই পরিচয় বহন করে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে। যার প্রমাণ কিছুদিন পূর্বের ৪ জনের (ছাত্র/অ-ছাত্র) মৃত্যুর ঘটনা। যে দলেরই হোক না কেন, তারা আমার ভাই, আমার দেশের সন্তান; সংসদে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আরো হবে। কিন্তু সন্ত্রাস বন্ধ হবে কবে? একজন নেত্রী একটি দলের কার্যক্রম স্থগিত করেছেন। অন্য নেত্রী তার দলের কার্যক্রম স্থগিত করবেন কি? তা না হলে ছাত্রদেরকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট দিন, যাতে বাংলার কোন ছেলে মায়ের কোলে লাশ হয়ে ফিরে না যায়। বাবার চোখের পানি না ঝরে। ভাই ভাইকে না হারায়।

মোঃ মিজানুর রহমান নিজাম
টামটা পূর্বপাড়া জমদ্দার বাড়ী
শাহরাস্তি, চাঁদপুর।